দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 SEP 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

27

মেডিকেল কলেজে অবৈধ মাইগ্রেশন সমস্যার কারণ

।। মেডিকেল রিপোর্টার ।।

অবৈধ মাইগ্রেশন প্রথা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, অতীতের মত বর্তমানেও বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে এ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর এই কুপ্রথা বাতিলের দাবী নিয়ে আন্দোলনরত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র লিটন ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

মাইগ্রেশন প্রথার মাধ্যমে কোন প্রভাবশালী ছাত্র তার ইচ্ছেমত কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। সেক্ষেত্রে ভর্তির নিয়মনীতি হয়ে পড়ে গৌণ। জাতীয় মেধা বা জেলা কোটার আওতায় তারা পড়ে না। তারা বিশেষ ব্যক্তিদের সহায়তায় বিশেষ পথে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনায়াসে ভর্তি হয় পছন্দ মত কলেজটিতে। সৃষ্টি হয় ক্লাস করার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিলতা।

প্রকাশ, ঢাকা সলিমুল্লাহ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজসমূহ থেকে উক্ত প্রথার অবলুপ্তির পর এক শ্রেণীর প্রভাবশালী অধ্যাপক ও সরকারী আমলা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজকে মাইগ্রেশনের স্বর্গরাজ্য হিসেবে টার্গেট করেন। ফলে, উক্ত কলেজের প্রতিটি

শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

মেডিকেল কলেজে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্লাসে ১৮০ জনেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ভর্তি হয় ১৫০ জন এবং এদের কেউ ভর্তি না হলে মেধার ভিত্তিতে শূন্য সীট পূরণের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সারভিসেস-এর এক নোটিশে (মেমো নং এইচএস/এমএ-১/১/৮৫/৭৬০৮) বলা হয়েছে—অনুচ্ছেদ, ২২— এক মেডিকেল কলেজ থেকে অন্য কোন মেডিকেল কলেজে মাইগ্রেশন ব্যবস্থা থাকবে না এবং এ সম্পর্কে কোন দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে না।"

কিন্তু ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে সে নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে মানা হচ্ছে না। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ '৮৫-৮৬ সেশনেও ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈধভাবে মাইগ্রেশনের সুযোগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ প্রকাশ।

সচেতন ছাত্র-ছাত্রীরা এর বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং '৮৬-র আগস্টে এ ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। তখন অধ্যক্ষ সাহেব তাদের মৌখিক আশ্বাস দেন। আন্দোলন স্থগিত হয়।

আবার অধ্যক্ষ সাহেব নতুন করে মাইগ্রেশনকে চাঙ্গা করার প্রয়াস পান। ২১ আগস্ট '৮৭ তিনি বিতর্কিত মাইগ্রেশনধারী ২৪ জনের ভর্তির সুপারিশ করেন।

উক্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেব একতরফাভাবে আন্দোলনের মূল শক্তি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন গত ২৪ আগস্ট। ফলে, কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অধ্যক্ষের উপর ক্ষিপ্ত হন। তারা অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করলে গত ২৫ আগস্ট তিনি মৌখিকভাবে মাইগ্রেশন প্রথা বন্ধ ঘোষণা করেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্বস্ত হয়ে ক্লাস শুরু করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেব নতুনভাবে এগুতে থাকেন। তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, ময়মনসিংহ জেলার মানুষের টাকায় পরিচালিত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে তাদের ছেলে-মেয়েরা পড়ার একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে।

তখন স্থানীয় নেতারা ছাত্রদের সাথে মিলিত হন এবং তাদেরকে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করনে। বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্রদের হোস্টেলের পানি, লাইন ইত্যাদি বন্ধেরও হুমকি দেয়া হয়। তাদেরই মদদপুষ্ট কিছু বহিরাগত গত ১২ সেপ্টেম্বর কলেজের নিরীহ ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে, লিটন আহত হন মারাত্মকভাবে। এসব কারণে উক্ত কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছেন।

উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ আঞ্চলিকতার বীজ বপন করে ভর্তির নিয়ম লংঘন করে আসছেন দীর্ঘদিন। ওদিকে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয়দের ভয়ে দারুন নিরাপত্তাহীন উৎকণ্ঠিত দিন কাটাচ্ছেন।

বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও নিষ্পত্তির আশু প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।